মৃত্যুজনক পাপ

১ম যোহন ৫ অধ্যায় ১৬-১৭ পদ

১যোহন ৫:১৪-১৫ পদে, খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরা যে সমস্ত খ্রীস্টীয় নিশ্চয়তা ভোগ করে থাকি, তাদের মধ্যে একটি অন্যতম নিশ্চয়তার কথা যোহন আমাদের বলেছে; আর তা হল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার উত্তর প্রাপ্তির নিশ্চয়তা: *"তাঁর উদ্দেশ্যে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হয়েছি যে, যদি তাঁর ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্না করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্না শোনেন। আর যদি জানি যে, আমরা যা যাচ্না করি, তিনি তা শোনেন, তবে এও জানি যে, আমরা তাঁর কাছে যা যাচ্না করেছি, সেই সমস্ত পেয়েছি।"* এই নিশ্চয়তার কথা বলার পাশাপাশি, যোহন বিশ্বাসীদেরকে পাপে পতিত হবার কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলে যায়নি। যোহনের এই পত্রের প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে, তা হল, পাঠকদের পাপে পতিত হওয়ার বিষয় সতর্ককরণ। এই কথা বলতে গিয়ে যোহন বারংবার যে কথা বলেছে, তা হল, পাপ হল তাদের বৈশিষ্ট্য যাদের নতুন জন্ম হয়নি (৩:৮, ৯)। এইভাবে, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্যকে যোহন পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। তাই, ৫:১৩ পদে ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসের মাধ্যমে অনন্তজীবন লাভ সম্বন্ধে যোহন বিশ্বাসীদের পুনরায় নিশ্চয়তা দিয়েছে। তথাপি, একটি প্রশ্নের উত্তর খুব গুরুত্বপূর্ণ, আর সেটি হল, অনন্তজীবন পাওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাসীরা যখন পাপ করে, তখন তাদের কী হবে? তাদের জন্য যখন অন্য বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, ঈশ্বর কি সেই প্রার্থনা শোনেন?

এর উত্তরে যোহন যুক্তির দ্বারা যে কথা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, তা হল: হ্যাঁ, যখন কোনও বিশ্বাসী পাপে পতিত হয়, এবং অন্য বিশ্বাসীরা তার জন্য প্রার্থনা করে, তখন ঈশ্বর তাকে জীবন দিয়ে থাকেন। এই কথা বলতে গিয়ে, যোহন এমন একটি পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছে, যেখানে মণ্ডলীর একজন বিশ্বাসী অন্য একজন বিশ্বাসীকে এমন পাপ করতে দেখে, যা *"মৃত্যুজনক পাপ নয়"*। এমন পরিস্থিতিতে, তার উচিৎ তার ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করা, যার দ্বারা ঈশ্বর সেই ভাইকে জীবন দিয়ে থাকেন: *"যদি কেউ নিজের ভাইকে এমন পাপ করতে দেখে, যা মৃত্যুজনক নয়, তবে সে যাচ্না করবে, এবং ঈশ্বর তাকে জীবন দেবেন; যারা মৃত্যুজনক পাপ করে না, তাদেরকেই দেবেন"* (১৬ক পদ)। অবশ্য, যোহন এই কথা বলতে গিয়ে যে বিষয়টির উপর জোর দিয়েছে, তা হল, এ কথা কেবল সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে তার পাপ *"মৃত্যুজনক পাপ নয়"*। কারণ, এমনও ক্ষেত্র আছে, যেখানে সেই পাপ মৃত্যুজনক, আর সেই ক্ষেত্রে যোহন বিনতি করতে পরামর্শ দেয় না: *"মৃত্যুজনক পাপ আছে, সে বিষয়ে আমি বলি না যে, তাকে বিনতি করতে হবে"* (১৬খ পদ)। শেষে যোহন তার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, সমস্ত অধার্মিকতাই হল পাপ, তথাপি এক ধরণের পাপ আছে, যা মৃত্যুর পথে পারিচালিত করে না: *"সমস্ত অধার্মিকতাই পাপ; আর এমন পাপ আছে, যা মৃত্যুজনক নয়"* (১৭ পদ)।

কিন্তু যোহনের এই কথা থেকে আমরা যে প্রাথমিক সমস্যার সম্মুখীন হই, তা হল, এই দুই ধরণের পাপের মধ্যে পার্থক্য কী? এখন, যোহন যে অর্থে এই দুই ধরণের পাপের কথা বলেছিল, তা তার পাঠকরা ভালো করেই জানত; তাই যোহন এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। কিন্তু আজ আমরা যখন এই পত্র পাঠ করি, তখন আমাদের পক্ষে এই দুই প্রকার পাপের পার্থক্যকে উপলব্ধি করা কঠিন বিষয়। কারণ, যোহনের এই পত্রের প্রেক্ষাপট আমরা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ভাবে জানি না। যোহন এখানে *"মৃত্যুজনক পাপ"* বলতে কোন্ পাপকে নির্দেশ করেছে?

এখানে, *মৃত্যুজনক পাপ* বলতে সেই পাপকে নির্দেশ করা হয়েছে, যার পরিণতি মৃত্যু। এখন যোহন যদি এই মৃত্যুর দ্বারা শারীরিক মৃত্যুকে নির্দেশ করে থাকে, তাহলে, আমরা বাইবেলে বিভিন্ন উদাহরণ দেখতে পাই, যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির সাধারণ পাপ শারীরিক মৃত্যুকে আনয়ন করেছে। পুরাতন নিয়ম থেকে আমরা যে সমস্ত উদাহরণের কথা বলতে পারি, সেগুলি হল, (১) হারোণের দুই পুত্র নাদব ও অবীহূর পাপ (লেবীয়

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

১০:১-৭); (২) কোরহ ও তার দলের বিদ্রোহ (গণনা ১৬ অধ্যায়); (৩) মোশির পাপ (গণনা ২০:৮, ১২; ২য় বিবরণ ৩:২৪-২৭); (৪) আখনের পাপ (যিহোশূয় ৭); ইত্যাদি। এই কারণে গণনা ১৮:২২; ২য় বিবরণ ২২:২৬; কিম্বা যিশাইয় ২২:১৪ পদে পাপের সঙ্গে শারীরিক মৃতুকে একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন নিয়ম থেকেও আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারি: (১) অননীয় ও সাফীরার পাপ (প্রেরিত ৫:১-১১); (২) প্রভুর ভোজে করিন্থিয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের অযোগ্যরূপে অংশগ্রহণের পাপ (১করিন্থিয় ১১:৩০); ইত্যাদি। এখন অননীয় ও সাফীরা কিম্বা আখনের ক্ষেত্রে তাদের পাপের ফলস্বরূপ শারীরিক মৃত্যু যদিও তাৎক্ষণিক এসেছিল, কিন্তু মোশি ও করিন্থিয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে শারীরিক মৃত্যু আসতে সময় লেগেছিল।

কিন্তু শারীরিক মৃত্যুকে নির্দেশ করতে যোহন এখানে মৃত্যুজনক পাপের কথা বলেছে বলে মনে হয় না। কারণ, সে ক্ষেত্রে কেবল চরম অসুস্থতা বা শারীরিক মৃত্যুর দ্বারাই সেই মৃত্যুজনক পাপকে চেনা সম্ভব হত। কিন্তু যোহন এখানে তেমন কোনও শারীরিক অসুস্থতা বা মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেনি। তাহলে, আধ্যাত্মিক মৃত্যু অর্থে যোহন এই কথা বলে থাকলে, কোন্ পাপেকে যোহন মৃত্যুজনক পাপ বলেছে?

(১) নির্দিষ্ট পাপ: আমরা সেই সমস্ত নির্দিষ্ট পাপকে চিন্তা করতে পারি যেগুলি ক্ষমা পাবার পক্ষে খুবই মারাত্মক: আত্মহত্যা, নরহত্যা, প্রতিমাপূজা, বা ব্যভিচার। এই চিন্তাকে ভিত্তি করে ক্যাথলিক মণ্ডলী পাপকে দুই ভাগে ভাগ করেছিল: প্রাণঘাতী পাপ *(mortal sin)* ও মার্জনীয় পাপ *(venial sin)*। কিন্তু বাইবেল আমাদের পাপকে কখনও মার্জনীয় ও অমার্জনীয় পাপে বিভক্ত করে না। তাই, নির্দিষ্ট কোনও একপ্রকার পাপকে মৃতুজনক পাপ হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়; যে কোনও পাপের পরিণতিই মৃত্যু হতে পারে।

(২) পবিত্র আত্মার নিন্দামূলক পাপ: অন্যদিকে, আমরা জানি যে, পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা করার পাপকে যীশু ক্ষমার অযোগ্য পাপ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন (লুক ১২:১০)। এখন যোহন যেহেতু এই পদে আধ্যাত্মিক পাপকে নির্দেশ করেছে, সেইহেতু আমরা একে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা করার পাপের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এই ধরণের কাজকে আমরা সাধারণতঃ স্বধর্ম ত্যাগ *(apostasy)* বলে থাকি। স্বধর্মত্যাগী ব্যক্তি হল এমন ব্যক্তি, যে এক সময় খ্রীস্টে বিশ্বাস করত, কিন্তু পরবর্তী সময়ে কেবল সেই বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাওয়া নয়, খ্রীস্টের নাম তথা খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দার কাজ করে। ইব্রীয় ৬:৪-৬; ১০:২৬-৩১; ইত্যাদি শাস্ত্রাংশে এমন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। এমন ব্যক্তির দ্বারা পবিত্র আত্মার নিন্দা করার পাপকে ক্ষমার অযোগ্য পাপ হিসাবে ধরা হয়ে থাকে।

(৩) ইচ্ছাকৃত পাপ: আবার, পুরাতন নিয়মে পরিষ্কারভাবে ইচ্ছাকৃত পাপ থেকে অনিচ্ছাকৃত পাপকে পৃথক করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে অনিচ্ছাকৃত পাপ বা প্রমাদবশতঃ পাপের কথা বলা হয়েছে, যাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের দিনে বাৎসরিক পশুবলির দ্বারা ক্ষমা পাওয়া সম্ভব ছিল; কিন্তু অন্যদিকে, ইচ্ছার্থক বা ঊর্দ্ধহস্তে পাপ বা দুসাহসজনিত পাপের কথা বলা হয়েছে, যার জন্য পশুবলির দ্বারা ক্ষমা সম্ভব ছিল না (লেবীয় ৪:২, ১৩, ২২, ২৭; ৫:১৫, ১৭-১৮; গণনা ১৫:২৭-৩১; ২য় বিবরণ ১৭:১২; গীত ১৯:১৩)। কেবল সেই পাপীর মৃত্যুর দ্বারাই ইচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব ছিল। এই সূত্রকে ধরে আমরা যোহনের পত্রে উল্লেখিত দুই প্রকার পাপকে চিহ্নিত করতে পারি।

কিন্তু যোহনের পত্রে এই দুই দলের পাপকে আমরা কীভাবে পৃথক করতে পারি? ঈশ্বরের সন্তান হবার কারণে বিশ্বাসী কখনও যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অস্বীকার করতে পারে না, ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করতে পারে না, জগৎকে ভালোবাসতে পারে না বা নিজের ভাইকে ঘৃণা করতে পারে না। পরিবর্তে, এই সমস্ত কাজ হল সেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, যে আলো নয় কিন্তু অন্ধকারের রাজ্যের অধীন। এর থেকে আমরা বলতে পারি যে, মৃত্যুজনক পাপ বলতে যোহন সেই সমস্ত পাপকে নির্দেশ করেছে, **যেগুলি ঈশ্বরের সন্তানের পক্ষে অনুপোযুক্ত**। এখন যে ব্যক্তি সজ্ঞানে ও ইচ্ছাকরে এই পথকে বেছে নেয়, সে অবশ্যই মরবে। তাই, যে পাপের পরিণতি মৃত্যু, তা হল, যীশু খ্রীস্টকে বিশ্বাস করতে, বা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে, বা নিজের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

ভাইকে ভালোবাসতে জেনেশুনে ইচ্ছাকৃত অস্বীকার। এর পরিণতি মৃত্যু, কারণ ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীস্ট, একমাত্র যিনি জীবন দিতে সক্ষম, এই কাজ তাঁকেও ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করে। অন্যদিকে, যে সমস্ত পাপের পরিণতি মৃত্যু নয়, সেগুলি এমন পাপ, যেগুলি আমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে বা প্রমাদবশতঃ করে থাকি, যা কখনও ঈশ্বরকে ও তাঁর পরিত্রাণের উপায়কে অস্বীকার করে না। উদাহরণস্বরূপ, যদিও বিশ্বাসী ঈশ্বরকে ও তার প্রতিবেশিকে ভালোবাসতে চায়, যীশুতে বিশ্বাস করে, পাপ থেকে মুক্ত হতে চায়; তথাপি সে অনেক সময় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রলোভনের দ্বারা পরাজিত হয়।

এখন, এই ধরণের পাপের পরিণতি যদি মৃত্যু না হয়ে থাকে, তাহলে, সে যাতে জীবন পায়, সেই উদ্দেশ্যে তার ভাই কেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে? এর উত্তরে ১৭ পদে যোহন বলেছে যে, সমস্ত অধার্মিকতাই হল পাপ, যদিও সমস্ত পাপ মৃত্যুজনক নয়। পাপ পাপই থাকে, এবং পাপ সর্বদাই মারাত্মক বিষয়; কারণ তা ঈশ্বরবিহীন জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাই, পাপ ঈশ্বরের সন্তানের জীবনে কলঙ্ক হয়ে থাকে। তাই, যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে বা প্রমাদবশত পাপ করে, তার জীবনেও যে বিপদ সব সময় বর্তমান, তা হল, ক্রমশ পাপ করার দ্বারা সে ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করার পরিস্থিতিতে উপনীত হতে পারে, যার ফলস্বরূপ, সে ঈশ্বর ও তাঁর ক্ষমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। এই বিপদের কারণেই বিশ্বাসীদের উচিৎ একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করা। এখন, আমরা জানি যে, আমরা যদি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাই, তাহলে তা যে ধরণের পাপই হোক-না-কেন, আমরা ক্ষমা পেয়ে থাকি। তাই, আমাদের প্রয়োজন আমাদের ভাইদের জন্য এই প্রার্থনা করা, তারা যেন তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়। আর তা যখন আমরা করি, তখন আমাদের জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা হল, তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনে থাকেন (১৪-১৫ পদ)। তাই, স্বয়ং যীশু খ্রীস্ট পিতরের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (লুক ২২:২৩)।

কিন্তু যখন কোনও ব্যক্তি প্রকাশ্যে তার পাপের জন্য অনুতাপ করতে ও যীশুতে বিশ্বাসী করতে অস্বীকার করে, তখন সেই পাপীর মৃত্যুকে রোধ করা সম্ভব নয়। এমন ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির জন্য তার পাঠকদের প্রার্থনা করতে যোহন পরামর্শ দেয়নি। যখন কোনও ব্যক্তি নিজে তার পরিত্রাণ বা ক্ষমার চেষ্টাকে অস্বীকার করে, তখন তার জন্য প্রার্থনা করার কোনও অর্থ হয় না। তথাপি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যোহন কিন্তু এখানে চরম অর্থে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে নিষেধ করেনি। আবার, নতুন নিয়ম আমাদের শিক্ষা দেয় যে, শাস্তিপ্রদান এমনকি মণ্ডলী থেকে বহিঃষ্কার করার পেছনে সেই পাপীর চূড়ান্ত অনুতাপ আশা করা হয়ে থাকে (১করি. ৫:৫; ১ তীম. ১:২০)।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তানের পক্ষে এমন মৃত্যুজনক পাপ করা কি সম্ভব? নিঃসন্দেহে, যোহন যখন এই পত্র লিখেছিল, তখন তার মনে প্রাথমিকভাবে সেই সমস্ত ব্যক্তি ছিল, যারা মণ্ডলী ত্যাগ করেছিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস করতে ও ভাইদের ভালোবাসতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা কি এমন পরিস্থিতিতে উপনীত হতে পারে? ১৬ পদে, যোহন বলেছে, ***"যদি কেউ নিজের ভাইকে এমন পাপ করতে দেখে।"*** এমন পাপকারী ব্যক্তিকে বিশ্বাসীর নিজের ভাই বলায়, প্রকৃত বিশ্বাসীর পক্ষে এমন কাজ করার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, তারা যদিও নিজেদের বিশ্বাসী বলে পরিচয় দিয়েছিল, কিন্তু কখনও প্রকৃত অর্থে যীশুকে বিশ্বাস করেনি। **জন স্টটের** যুক্তি অনুসারে, একদিকে যেমন 'ভাই' কথার দ্বারা মণ্ডলীতে কেবল নামধারী সদস্যকে নির্দেশ করা সম্ভব; অন্যদিকে, প্রকৃত বিশ্বাসী যেহেতু ইতিমধ্যে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে (৩:১৪), সেইহেতু তার আর জীবন লাভের কোনও অর্থ হয় না। তাই, যোহন এখানে যে মৃত্যুজনক পাপের কথা বলেছে, তা কেবল অবিশ্বাসীরাই করতে পারে; প্রকৃত বিশ্বাসীদের পক্ষে নীতিগতভাবে সেই পাপ করা কখনও সম্ভব নয়।

এখন, সমসাময়িক মণ্ডলীতে আমরা যখন যোহনের এই শিক্ষা প্রয়োগ করতে যাই, তখন আমরা যে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি, তা হল, বর্তমান মণ্ডলীতে আমরা যখন সমবেত প্রার্থনায় মিলিত হই, তখন আমরা যে সমস্ত বিশ্বাসী পাপে পতিত হয়েছে, তাদের নাম ধরে ধরে সাধারণতঃ প্রার্থনা করি না। আমরা নিজেরা নিজেদের পাপ সর্ব সমক্ষে স্বীকার করতে লজ্জ্যা পাই, এবং অন্যদের নির্দিষ্ট পাপের বিষয় উল্লেখ করে প্রকাশ্যে আমরা সাধারণতঃ প্রার্থনা করি না। এ বিষয়ে যোহনের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

মণ্ডলীর পরিবেশ ও আমাদের বর্তমান মণ্ডলীর পরিবেশ যে পৃথক, তা আমাদের স্বীকার করতে হবে। আবার অন্যদিকে, অবিশ্বাসীদের জন্যও আমাদের প্রার্থনা করা থেকে দূরে থাকাকে মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, যে সমস্ত সন্তান এক সময় বিশ্বাস করত, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, আমরা কি তাদের পিতামাতাকে এমন কথা বলতে পারি, *"আপনাদের সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করে কোনও লাভ হবে না?"*

কিন্তু যোহনের এই শিক্ষা থেকে আমরা যে বিষয় উপলব্ধি করি, তা হল, আমরা আমাদের সহবিশ্বাসীদের পাপ সম্বন্ধে এতখানি উদাসীন হয়ে পড়েছি যে, তাদের জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন পর্যন্ত আমরা অনুভব করি না। তাই, যোহনের এই কথা থেকে আমরা পুনরায় আমাদের বিশ্বাসী ভাইদের জন্য প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ হই। যখন প্রকাশ্যে তাদের পাপের বিষয় উল্লেখ করা অস্বস্তিকর হয়, তখন যেন আমরা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করি; কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনায়, তাদের সেই সমস্ত পাপের বিষয় অনুতাপের জন্য আমরা প্রার্থনা করতে পারি। আমাদের সেই ভাই যদি মৃত্যুজনক পাপ না-করে থাকে, যোহনের কথানুসারে, আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার প্রতি উত্তর দান করে তাকে জীবন দেবেন। পাশাপাশি, সেই ব্যক্তি যদি মৃত্যুজনক পাপ করেও থাকে, তার জন্য আমাদের প্রার্থনার উত্তরকে যোহন সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়নি। মনে রাখতে হবে, আমাদের চিন্তায় তার পরিত্রাণ অসম্ভব হলেও ঈশ্বরের কাছে তা কখনও অসম্ভব নয়: ***"ইহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের সকলই সাধ্য"*** (মার্ক ১০:২৭)।

তাই, আসুন বিশ্বাসী আমরা একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করি। বিশেষ করে, যে সমস্ত বিশ্বাসী ভাই-বোন তাদের পাপের দ্বারা বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যেতে চলেছে, তাদের জন্য প্রার্থনা করি। একইসঙ্গে, আমাদের চারপাশের অবিশ্বাসী ভাই-বোনদের জন্যও, তাদের অনুতাপ ও যীশুতে বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করি।

অনেক প্রতীক্ষার পর
প্রকাশিত হল

সমগ্র বাইবেলকে এক নজরে
উপলব্ধি করার

এস. জি. ডে গ্রাফের

৪ খণ্ডের প্রথম খণ্ড

প্রতিজ্ঞা ও উদ্ধার

(Bengali translation of
PROMISE AND DELIVERANCE (I)
by S. G. De Graff)

প্রতি কপি মাত্র ১০০ টাকা
দশ বা তার বেশি কপির জন্য
মাত্র ৭৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান:–
অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী
বি-৩৬ নন্দন কানন, সন্তোষপুর
কলকাতা ৭০০ ০৭৫
দূরভাষ- ২৪৯৬ ১৪৭৫